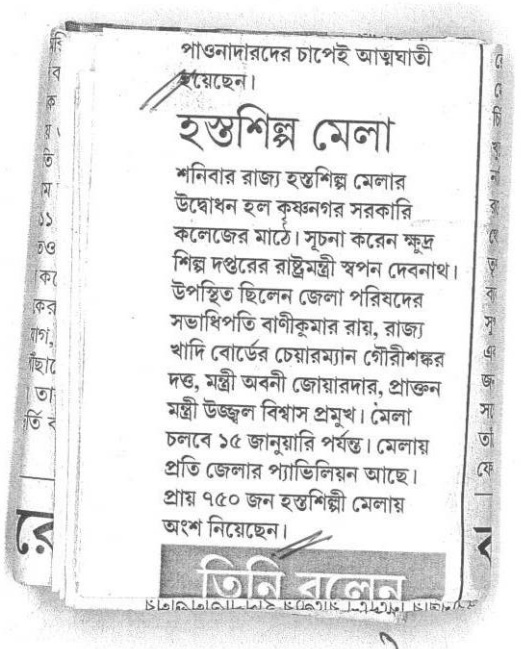

পাওনাদারদের চাপেই আত্মঘাতী হয়েছেন।

হস্তশিল্প মেলা

শনিবার রাজ্য হস্তশিল্প মেলার উদ্বোধন হল কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজের মাঠে। সূচনা করেন ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি বাণীকুমার রায়, রাজ্য খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান গৌরীশঙ্কর দত্ত, মন্ত্রী অবনী জোয়ারদার, প্রাক্তন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস প্রমুখ। মেলা চলবে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। মেলায় প্রতি জেলার প্যাভিলিয়ন আছে। প্রায় ৭৫০ জন হস্তশিল্পী মেলায় অংশ নিয়েছেন।

পৃষ্ঠা - ৩

আজকাল ৯ ই জানুয়ারী ২০১৭

সুন্দর এবং আধুনিক হয়ে উঠছে নদীয়া জেলা হাসপাতাল

অমিতকুমার ঘোষ

কৃষ্ণনগর, ৩১ ডিসেম্বর— নদীয়া জেলা হাসপাতালের পরিবেশটাই বদলে ফেলা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যের হাসপাতালগুলির সৌন্দর্যায়নের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। সেই প্রকল্পের অর্থেই নদীয়া জেলা হাসপাতালেরও সৌন্দর্যায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই কাজ করবে কৃষ্ণনগর পুরসভা। জেলা হাসপাতালের কটু গন্ধময় পরিবেশের মধ্যেও একফালি মরূদ্যানের সন্ধান পাবেন রোগীর আত্মীয়স্বজনরা। বিস্তারিত পরিকল্পনা হয়ে গেছে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে অর্থ এলেই কাজ শুরু হবে।

কৃষ্ণনগর পুরসভার চেয়ারম্যান অসীম সাহা জানিয়েছেন, প্রকল্প রূপায়ণে প্রথম পর্যায়ে ৩৮ লক্ষ টাকা খরচ হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ২২ লক্ষ টাকা খরচ হবে। হাসপাতালের ভেতরের রাস্তা, শিশু উদ্যান, অ্যাম্বুলেন্স ও কার পার্কিং ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হবে। নদীয়া জেলা হাসপাতালের মূল শাখাটি অবস্থিত শক্তিনগরে। সেখানে প্রসূতি বিভাগ ছাড়া প্রায় সব বিভাগের ইনডোর অবস্থিত। সিটি স্ক্যান, ব্লাড ব্যাঙ্ক ইত্যাদিও এখানেই অবস্থিত। জেলা হাসপাতালের এই ক্যাম্পাসের চলতি নাম শক্তিনগর হাসপাতাল। এই হাসপাতালের চৌহদ্দি বিশাল। এখানে আছে অনেক রাস্তা। আছে নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, কর্মচারী আবাসন। সব রাস্তাই নতুন করে গড়ে তোলা হবে। সুন্দর রাস্তার পাশে থাকবে বসার জন্যে সিমেন্টের বেঞ্চ। আইসোলেশন ওয়ার্ডের পাশে করা হবে অ্যাম্বুলেন্স ও অন্যান্য গাড়ির জন্যে পার্কিং জোন। থাকবে শিশু উদ্যান। সেখানে থাকবে খেলনা–সহ শিশুদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা। অনেক সময় রোগীর আত্মীয়স্বজনরা হাসপাতালে এলে শিশুদেরও নিয়ে আসেন। সেই শিশুদের কাজ না থাকায় তারা অধৈর্য হয়ে পড়ে। এবার থেকে শিশুরা শিশু উদ্যানে সময় কাটাতে পারবে।

বয়স্ক মানুষদের বসার জন্যেও গড়ে তোলা হচ্ছে পার্ক বা বাগান। সেখানে বসে রোগীর আত্মীয়স্বজন ভিজিটিং আওয়ারের জন্যে অপেক্ষা করতে পারবেন। হাসপাতাল চত্বরে ৯২টি এলইডি আলো লাগানো হবে। এ ছাড়াও থাকবে হাইমাস্ট আলো। ইতিমধ্যেই এই কাজের প্রথম পর্যায়ের টেন্ডার হয়ে গেছে। খুব তাড়াতাড়িই কাজ শুরু হবে।

পৃষ্ঠা - ৩

আজকাল ২ রা জানুয়ারী ২০১৭